একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা : অন্ধ কানাগলির মতোই একমুখী

অবনি অনার্য

১৯৭২ সালের কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৮ সালে মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, ২০০২-এ ড. এম. এ. বারী কমিশন-এর শিক্ষা নীতি প্রস্তাবনার পর সর্বশেষ সংযুক্তি এবারকার (২০০৩) মোহাম্মদ মনির"জ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন প্রস্তাবিত 'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থা। এ-'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থার বির"দ্ধে প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের প্রবল আপত্তি, কেবল আপত্তিই নয়, তাঁদের আপত্তির সপক্ষে প্রবল যুক্তি উপস্থাপন, সত্ত্বেও সরকার যথারীতি 'একগুঁয়ে' আচরণ করেই যা"ছে। বলে রাখা ভালো, উভয় পক্ষই, অবশ্যই, 'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে। তবে প্রকৃত শিক্ষাবিদগণ মনির"জ্জামান মিয়া কমিশনের প্রস্তাবিত 'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে। ধারণা করা যায়, 'একমুখী' শব্দটার তাৎপর্য এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম; যেমনটা অনেক সময় ঘটে থাকে 'একচোখে দেখা'র ক্ষেত্রে। 'একচোখে দেখা' মানে নিশ্চয়ই এক চোখে বন্ধ করে কানার মতো দেখা নয়!

প্রথমে 'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষাবিদদের (যে কারণে তাঁরা সর্বদাই উপেক্ষিত, তাঁদের) ধারণাটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে, একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি হ"ছ– জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-বিত্ত-গোত্র-গাত্রবর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য একই মানের বিজ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা। এটা তাঁদের কোনো বানানো খামখেয়ালি মত নয়, সংবিধানের ১৭-এর তিনটি অনু"ছেদে একটি সমমানের, গণমুখী, সার্বজনীন, সমাজ-উপযোগি, একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক, বাধ্যতামুলক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা আছে। শিক্ষা বিনামুল্যে সরবরাহ করার প্রয়োজন থাকলেও বাধ্যতামুলক করবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এজন্য একটা উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন। ভারতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বিনামুল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু তাতেও জনসাধারণ ল্যাট্রিন ব্যবহারে আগ্রহী হয়নি। এ-নিয়ে গবেষণায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, পদ্ধতিটি বিনামুল্যে এবং বাধ্যতামুলক করা জর"রি নয়। বরং জনগণের মধ্যে এর সুফল-কুফল বিষয়টা বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে পারলেই কেবল সম্ভব। ঠিকই, সঠিকভাবে বিষয়টি উপলব্ধির পর জনগণ নিজে উৎসাহী হয়ে নিজ খরচেই ল্যাট্রিন ব্যবহার শুর" করেছিলো। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হ"ছ শিক্ষিত বেকার শ্রেণীর সদস্য বৃদ্ধি। অতএব, গম-এর পরিবর্তে আটা, এমনকি র"টি বা র"টির সাথে তরকারি দিলেও জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হবে না। কেননা, তারা পড়াশোনার পেছনে ব্যয়টাকে কোনো ভাবেই কার্যকরী মনে করবে না, এর চেয়ে বরং শুর" থেকেই রিকসা চালানো বা অন্য কোনো গতর খাটার, উৎপাদনশীল কাজ বেছে নেবে। আর সত্যিকার অর্থেই যদি আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সততার, আবার বলছি, সততার সাথে উপলব্ধি করে জীবনের মানোন্নয়নে একটি কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হই, আমি হলফ করে বলতে পারি, সেদিন জনগণ নিজ খরচে নিজে থেকেই পড়াশোনার প্রতি সর্বাধিক গুর"ত্ব দেবে। শিক্ষার গুর"ত্ব আমরা ধনী-গরীব সবাই বুঝি, কিন্তু শিক্ষাকে যদি আমরা কার্যকরী করতে না পারি তবে শিক্ষা কেবল ধনীর ঘরের শোভাবর্ধনকারী কোনো বস্তুতে পরিণত হবে। আমরা আমদের ধানক্ষেতে ইউক্যালিপটাস চাষ করছি। মনে রাখা দরকার, ইউক্যালিপটাস গণমুখী সমাজ-উপযোগি নয়। বহুদেশ ঘুরে এসে নাকি এবারকার 'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থার নীতিমালা করা

হয়েছে। জনাব, ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে ইউক্যালিপটাসকে আদর্শ ভাবা যেতেই পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের জন্য ইউরোপ আমেরিকা নয়, বরং আমাদের জনপদে হাঁটা বিশেষ জর"রি।

ফিরে আসি 'একমুখী' শিক্ষাব্যবস্থায়। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা, ইংরাজি এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে একমুখী করবার কথাই বারবার বলে আসছেন প্রথিতযশা প্রকৃত শিক্ষাবিদরা। বিপরীতে, আমাদের নীতি নির্ধারকরা বিজ্ঞান বাণিজ্য আর মানবিক বিভাগকে এক করে 'একমুখী' করার চিন্া করেছেন। বিতর্কটা এখানেই।

'একমুখী' অবশ্য হয়েছে। প্রস্াবিত নীতিমালার প্রথমে বলা হয়েছে– রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রতিফলন (রিফ্লেকশন অন দ্য স্টেট ফিলোসফি ইন দ্য কারিকুলাম) ঘটানো হয়েছে এ ব্যবস্থায়। আসলে, রাষ্ট্রীয় নয়, সরকারের দর্শনের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে ('স্টেট' এবং 'গভর্নমেন্ট' টার্ম দুটোকে আমরা প্রায়শই গুলিয়ে ফেলি। এ কারণে, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে সরকারের সম্পত্তি সাইনবোর্ডও ঝুলানো হয়, এবং সরকারের লোকজন সেটা নিজেদের মনে করে ভোগও করেন)। দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে, এতে মুক্তিযদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (রিফ্লেকশন অব দ্য স্পিরিট অব লিবারেশন ওয়ার ইন দ্য কারিকুলাম)। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অবশ্য ঘটছে, যেমন ঘটেছে স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে। শেষ বিচারে, প্রস্াবটা 'একমুখী' হয়েছে বলা যায়, তবে সেটা কানাগলির মতো একমুখী, যার কেবল একটি পথ খোলা, প্রবেশের পথটা বন্ধ করে দিলেই বের"বার আর কোনো পথ থাকবে না।

প্রস্াবিত ব্যবস্থায় ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়তে হবে শিক্ষার্থীদের, মাত্র ১৫-১৬ মাসের মধ্যে। 'জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান' বানানোর এর চেয়ে কার্যকরী আর কী পদক্ষেপ থাকতে পারে!

ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামুলক করে গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মতো বিষয়কে করা হয়েছে ঐ"ছিক। তা-ও ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম হ'ছে ভিনভাষা। মাতৃভাষার গুর"ত্ব নিয়ে পৃথিবীর সব জ্ঞানীরাই একমত, দ্বিমত কেবল আমাদের নীতি নির্ধারকদের। তাঁরা আরবি, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় যথাক্রমে ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা নিঃসন্দেহে যোগ্যতার পরিচয়। কিন্তু ধর্ম একটি অত্যন্ গুর"ত্বপুর্ণ বিষয়। কেবল আপ্তবাক্য নয়, ধর্মের দর্শন ইত্যাদি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে প্রতিফলনের বিষয়টি সমধিক গুর"ত্বপুর্ণ। নিজের মাতৃভাষার চেয়ে আর কোন ভাষায় সেটা উত্তমরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। এমনকি, কুরআন অন্য কোনো ভাষায় রচিত না হয়ে আরবি ভাষায় রচিত হয়েছিলো নবি মুহম্মদের মাতৃভাষা আরবি ছিলো বলেই। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য সকল রাসুলগণের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে ("আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য– আল কুরআন, ১৪ :৪)। আমাদের মাতৃভাষার সম্মানে আন্র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়, অথচ আমাদের দেশেই মাতৃভাষার স্থান নিয়েছে ভিনভাষা। আর ধর্মের উপলব্ধি সঠিকভাবে না হলে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হবে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী হবে আরো বিধ্বংসী।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। পৃথিবীর সবাই যার যার অধিকার সম্পর্কে সদা জাগ্রত। বাবার সম্পত্তিতে এক হাত জায়গাও যদি কারো হক (অধিকার) থাকে, সেটার জন্যও কত হানাহানি হয়। অথচ, শিক্ষার বিষয়টা আমরা এমনই অকার্যকর পর্যায়ে উন্নীত (!) করেছি যে, সে অধিকার, মৌলিক অধিকার, অর্জনের জন্য আমাদের

সাধারণ জনগণ বিন্দুমাত্র আগ্রহী তো নয়ই, বরং সর্বতোভাবে বিমুখ। সে বিমুখতাকে পরিবর্তন করে 'একমুখী' করার উদ্যোগ তো নিতেই হবে, কিন্তু সে 'একমুখী'টা যদি কানাগলির মতো একমুখী হয়, তাহলে কানা থেকে অন্ধত্বের দিকেই ধাবিত হবে আমার সোনার বাংলা।